আন্তর্জাতিক প্রবীণ নির্যাতন প্রতিরোধ সচেতনতা দিবস-২০২৬

সচেতনতার গণ্ডি পেরিয়ে প্রবীণ নির্যাতন প্রতিরোধকে কার্যকর করি

WORLD ELDER ABUSE AWARENESS DAY-2026

Beyond Awareness: Making Elder Abuse Prevention Work

“প্রবীণ নির্যাতন একটি নীরব মানবাধিকার সংকট”

বাংলাদেশ দ্রুত একটি বার্ধক্যমুখী সমাজে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ প্রবীণ। কিন্তু এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রস্তুতি এখনও অপর্যাপ্ত। ফলে বহু প্রবীণ মানুষ প্রতিদিন অবহেলা, বৈষম্য, বঞ্চনা এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। প্রবীণ নির্যাতন শুধু একটি পারিবারিক সমস্যা নয়। **এটি মানবাধিকার, জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।**

প্রবীণ নির্যাতনের তথ্য যা আমাদের ভাবায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রতি ৬ জন প্রবীণের মধ্যে অন্তত ১ জন কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতন বা অবহেলার শিকার হন।
অধিকাংশ ঘটনাই কখনও প্রকাশ পায় না।
অনেক প্রবীণ নীরবে নির্যাতন সহ্য করেন কারণ তারা অভিযোগ করতে ভয় পান অথবা কোথায় অভিযোগ করবেন তা জানেন না।

প্রবীণ নির্যাতন কী?: যে কোনো কাজ, আচরণ বা অবহেলা যা একজন প্রবীণের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বা আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়, তাকে প্রবীণ নির্যাতন বলা হয়।

নির্যাতনের প্রধান ধরন

- শারীরিক নির্যাতন
- মানসিক ও মৌখিক নির্যাতন
- অর্থনৈতিক শোষণ
- সম্পত্তি থেকে বঞ্চনা
- অবহেলা ও পরিচর্যার অভাব
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা
- ডিজিটাল প্রতারণা ও আর্থিক জালিয়াতি

কেন বাড়ছে প্রবীণ নির্যাতন?

- পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের দুর্বলতা
- নগরায়ণ ও অভিবাসন
- অর্থনৈতিক চাপ ও অনিশ্চয়তা
- প্রবীণদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- একাকীত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা
- দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যার অভাব
- অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

প্রবীণ নারীরা বেশি ঝুঁকিতে: প্রবীণ নারীরা নারী এবং প্রবীণ হওয়ার কারণে দ্বৈত বৈষম্যের মুখোমুখি হন। বিধবাবস্থা, সম্পত্তি থেকে বঞ্চনা, আর্থিক নির্ভরশীলতা, স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।

স্বাস্থ্যের ওপর নির্যাতনের প্রভাব

- ⚠ বিষণ্নতা ও উদ্বেগ
- ⚠ উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ
- ⚠ অপুষ্টি ও শারীরিক দুর্বলতা
- ⚠ স্মৃতিশক্তি হ্রাস
- ⚠ দীর্ঘস্থায়ী রোগের অবনতি
- ⚠ আত্মসম্মানবোধের ক্ষয়
- ⚠ অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি

বাংলাদেশের বাস্তবতা: বাংলাদেশে **বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি প্রবীণ মানুষ বসবাস করছেন।** সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত কিছু ঘটনা আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু বাস্তবে আরও অসংখ্য প্রবীণ মানুষ নীরবে কষ্ট পাচ্ছেন।

অনেক প্রবীণ মানুষ ভুগছেন:

- একাকীত্বে
- অবহেলায়
- সম্পত্তি বঞ্চনায়
- অর্থনৈতিক অনিরাপত্তায়
- স্বাস্থ্যসেবার অভাবে
- মানসিক নির্যাতনে
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতায়

বর্তমান ব্যবস্থার ঘাটতি: এখনও নেই

- জাতীয় হেল্পলাইন
- নির্যাতন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
- সহজ অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা
- দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা কাঠামো
- সমন্বিত সুরক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দাবি

১. প্রবীণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা
২. প্রবীণ অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর আইন
৩. জাতীয় হেল্পলাইন ও অভিযোগ ব্যবস্থা
৪. প্রবীণবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা
৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা ব্যবস্থা
৬. প্রবীণ নারীদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা
৭. সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা
৮. স্থানীয় পর্যায়ে প্রবীণ সহায়তা কেন্দ্র
৯. তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা
১০. উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে প্রবীণদের স্বীকৃতি

নাগরিক অঙ্গীকার: আমরা প্রতিজ্ঞা করি-

- প্রবীণদের করুণার নয়, অধিকারের দৃষ্টিতে দেখব
- পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করব
- নির্যাতন দেখলে নীরব থাকব না
- প্রবীণদের মতামত ও অভিজ্ঞতাকে সম্মান করব
- প্রজন্মের মধ্যে সংহতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে তুলব

মূল বার্তা

নীরবতা নয়, প্রতিরোধ চাই।

করুণা নয়, অধিকার চাই।

অবহেলা নয়, মর্যাদা চাই।

প্রবীণবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে এখনই উদ্যোগ নিন।

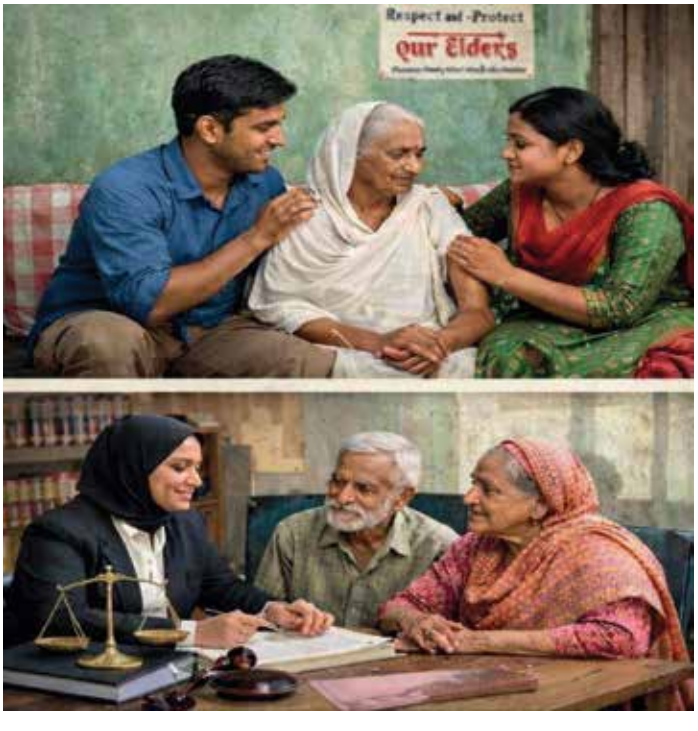

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

ইমপ্রুভড ইনকাম সিকিউরিটি থ্রু স্ট্রেনদেন্দ ইন্টারজেনারেশনাল গ্রুপস ফর ওল্ডার পিপল ইন বাংলাদেশ (আইএসআইজিওপি)

german cooperation

HelpAge Deutschland
Alter ist Zukunft

Aktion Deutschland Hilft
Bündnis deutscher Hilfsorganisationen